আজকের কাগজ

তারিখ 29 AUG 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের প্রক্রিয়া

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২১ সালের জুলাই মাসে। সেই হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ বছর পূর্তি বা রজতজয়ন্তীর বছর ছিলো ১৯৪৬, ৫০ বছর পূর্তি যা সুবর্ণ জয়ন্তীর বছর ১৯৭১, ৬০ বছর বা হীরক জয়ন্তীর বছর ১৯৮১, আর ৭৫ বছর পূর্তি বা প্ল্যাটিনাম জুবিলী বছর ১৯৯৬ সাল। এটা কাকতালীয় হলেও সত্য যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই সব জয়ন্তীর একটিও যথার্থভাবে পালিত হয়নি। ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা ও দেশবিভাগ পূর্বকালীন পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাভিশ্বাস দশা সুতরাং রজতজয়ন্তী কেটে গেছে কখন কিভাবে কেউ জানে না। ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী পালিত হয়েছে ছাত্র শিক্ষক ও কর্মচারিদের নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও দোসর রাজাকার–আলবদর বাহিনীর রক্তের হোলি খেলার মধ্য দিয়ে। ১৯৮১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হীরকজয়ন্তী পালিত হয়েছে সামরিক স্বৈরাচারের বুটের তলায় আর ১৯৯৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জুবিলী পালিত হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়টি ধ্বংসের চূড়ান্ত প্রক্রিয়া সমাপ্তির মধ্য দিয়ে। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো পাকিস্তানের পয়লা নম্বর দুশমন। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানি জারজ বাংলাদেশিদের পয়লা নম্বর দুশমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পাকিস্তান ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বিশেষত মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের চেষ্টা করেছে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৭১ সালের পর সে দায়িত্ব প্রদত্ত হয় পাকিস্তানিদের উত্তরসুরি কতিপয় বাংলাদেশির ওপর, তারা তাদের এ্যাকশান শুরু করে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা দিতে ক্যাম্পাসে আগমনের প্রাক্কালে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় ভূমিকা ও অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষ মর্যাদায় বাংলাদেশের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তাই বাংলাদেশের শত্রুরা ওইদিনটি বেছে নিয়েছিলো তাকে হত্যা করার জন্যে। স্মরণীয় যে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পরিচালক মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, উপ–রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ তিনজনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। আরও স্মরণীয় যে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে বাংলাদেশে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী খন্দকার মোশতাক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আর তার উত্তরাধিকারী জেনারেল জিয়াউর রহমানও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন না, তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের করাচি গ্রামার স্কুল থেকে তারপর সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। জিয়াউর রহমানের উত্তরাধিকারী বিচারপতি আবদুস সাত্তার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন না তিনি ১৯৫০ সালে পশ্চিম বাংলা থেকে হিজরত করে এ দেশে আসেন। সাত্তারের উৎখাতকারী এরশাদ রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে বিএ পাসের পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। এরশাদের পর ক্ষমতাসীন বেগম খালেদা জিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাননি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন আহমদের ২১ বছর পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী শেখ হাসিনা আজ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। খন্দকার মোশতাক, জিয়াউর রহমান, খালেদা জিয়ার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি কোনো মায়া, মমতা বা দরদ থাকার কথা নয় কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে বঙ্গবন্ধু ও তার সহযোগী জাতীয় নেতাদের হৃদয়ে যে গভীর মমতা ও শ্রদ্ধাবোধ ছিলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যেও তা না থেকে পারে না। সে কারণেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবশ্য কর্তব্য গত একুশ বছর যাবত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংস করার যে প্রক্রিয়া চলেছে তা বন্ধ করা। বস্তুতপক্ষে জিয়াউর রহমান এবং বেগম খালেদা জিয়ার আমলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস প্রক্রিয়া সর্বাধিক কার্যকর ছিলো। ওই দম্পতির উভয়েই ক্ষমতাসীন থাকা কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় নামের অযোগ্য হয় ওঠে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্রীরূপে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দায়িত্ব বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। মুক্তিযুদ্ধে গৌরবময় ভূমিকার জন্যে সুপরিকল্পিতভাবে পাকিস্তানি দালালরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আজ ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়কে এখন রক্ষা করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যাশা স্বাভাবিক শিক্ষা জীবনে প্রত্যাবর্তন, সশস্ত্র মাস্তান ও সন্ত্রাসিদের কবল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত করা।